Interview details

Interview with Mahajabin

Interviewed by Himu

মাহজাবিনঃ আচ্ছা। সরাসরি স্মৃতি তো ওইভাবে নেই গল্প শুনে যতটুকু ভিজুলাইজ করা। আমার ক্ষেত্রে যেটা আমার দাদা-দাদি নানা-নানি সবাই, এখন যেটা বললে যে ওইদিককার, তো আমার বাবাকে যদি জিজ্ঞেস করি আমি যে তখন কি ওইদিকে ছিলো? উনি এইটাতে কনফিউজড হয়ে যেতেন। তখন তো আর এইদিক আর ওইদিক কিছু ছিল না। মানে এইদিক আর ওইদিক বললে কনফিউসন তৈরি হয়ে যায়। তখন তো আর এদিক আর ওদিক কিছু ছিলো না। উনারা ছিল ভারতবর্ষে ছিল। তখন ডিফাইন করতে হয় যে কোন দিকে ছিল, কোন এলাকায় ছিল? নদিয়া যে ছিল নদিয়া তো ওইদিকে, এইদিকে নদিয়া আছে ওইদিকেও নদিয়া আছে। নদিয়ার কোন অঞ্চলে ছিল? তো এইভাবেই হল গিয়ে বুঝতে হয়।

যাইহোক আমি আমার দাদা-দাদিকে ওইভাবে পাইনি, নানা-নানিকেও ওভাবে পাইনি। নানাকে আমি দেখিনি দাদিকেও আমি দেখিনি। আর দাদাকে দেখেছি... আমার বয়স যখন ৪ বছর তখন আমার দাদা মারা যান। সে অর্থে স্মৃতি খুবই কম আর কি; একদম আবছা আবছা আবছা মনে আছে আমার দাদার কথা। আর নানিকে দেখেছি আমি যখন ক্লাস ৫-এ পড়ি তখন আমার নানি মারা যান। তো নানির স্মৃতিটাই আমার কাছে বেশি আছে আর কি।

দাদার ক্ষেত্রে যেটা সেটা হচ্ছে গল্প শোনা; আব্বার কাছে গল্প শোনা যে, দাদা ছিলেন শিকারপুরের আর দাদা চলে আসছেন। দাদা পুলিশে ছিল তো ১৯২৬ সাল থেকে দাদা চাকরিতে জয়েন করেছিলেন আর কি। উনার শুরু থেকেই পোস্টিং ছিলো এদিকে মানে, উনার প্রথম পোস্টিং ছিল কুষ্টিয়া। তারপর মেহেরপুর, পাবনা, এভাবে আর কি ওই

অঞ্চলটাতে। নদিয়াতেই ছিল মোটামুটি পোস্টিং। তো উনি চলে আসার পরে যেটা হয় যে, মেহেরপুরে প্রথমে শুরু করে তারপরে মেহেরপুর থেকে শিকারপুরে যাতায়াত করতে হত তাকে যেহেতু বাড়ি ছিল, তো সেই অর্থে বাড়িতে যাতায়াতের পথটা খুব একটা ভালো ছিলো না। কারণ ওইদিকটাই একেবারেই তখন গ্রাম ছিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা ভালোছিলো না, গাড়ী-ঘোড়া ছিলো না। তো যেটা হয়েছে যে দাদা যাতায়াতের পথে বিরতির জন্য কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে একটা বড় জায়গা কিনে ওখানে বাড়ি করে, যেখানে আমাদের বর্তমান বাড়ি আর কি। ওখানে হচ্ছে ওটা ওর বিরতিস্থল ছিল যেটা হচ্ছে আমরা এখন আমাদের বাড়ি হিসেবে বলি। এটার পরে '৪৪-এর দিকে যখন একটা দাঙ্গার মত হয় তখন আমার দাদার বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দেয়। তারপরেও উনি তো এখানেই ছিল, উনার তো আবার ওইভাবে যাওয়া কমে গেল এটার পর থেকে। তারপরে দেশভাগের পরে, দেশভাগ হবার আগের থেকেই উনি ডিসাইড করে নিয়েছেন যে এখানেই সেটেল হতে হবে কারণ তার বাড়িঘর সবই হয়ে গেছে। আর আমার দাদির আত্মীয়স্বজন সবাই কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গায় সেটেল হয় এটাও সব আগের। '৪৭-এর আগের কথা আর কি। '৪৭-এ সবাই চলে এসেছে এরকম আমার দাদা-দাদি নানা-নানির ক্ষেত্রে কেউই না। আর আব্বার কাছে যেটা গল্প শুনেছি সেটা হচ্ছে, এটার পরে '৭২ সালে আব্বাকে সাথে নিয়ে দাদা শিকারপুরে যায়। ওইটা ছিল লাস্ট যাওয়া আর কি। গিয়ে তখন তার সব স্কুল, বাড়িঘর যেখানে ছিল ওগুলো দেখা শুরু করে। তো স্কুলটা ছিল, তখন পর্যন্ত স্কুলটা ছিলো, স্কুল চালু ছিলো আর কি। আব্বা তখন, আব্বাকে তখন পরিচয় করিয়ে দেয় দাদা যে, "দেখ এটা আমার ক্লাসরুম, আমি এখানে পড়তাম। আরে এই জায়গাটা তো এখনো তো এমনই আছে, দেওয়ালে একটা দাগ ছিলো এই দাগটা এখনো আছে। এখানে আমাদের নাম লেখা ছিলো সেটা এখনো আছে।" ওগুলো বলতে বলতে সে খুব ইমোশনাল হয়ে যায় আর কি। ওই জিনিসগুলা আব্বা এখনো গল্প করে আমাদেরকে। তারপরে একটা জায়গায়, বাড়ি যেখানে ছিলো ওখানে অনেক বড় ফসলের মাঠ। তো

আব্বা জিজ্ঞেস করে যে এখানে এত ভালো ফসল হয় কিভাবে? বলে হবে না কেন? এখানে হচ্ছে গ্রেভিয়ার্ড ছিলো। ব্রিটিশদের রেসের ঘোড়া যেগুলো ছিলো ওগুলোকে এনে এখানে মেরে পুঁতে ফেলা হত যার কারণে ওই জায়গাটা অনেক উর্বর, এইখানে ভালো ফসল হয়। এইগুলো বলতে থাকে আব্বা।

আমার দাদার নাম হচ্ছে ফজলে রাব্বি খান। তো আমরা সবাই এখানে দাদাকে রবি নামে কেউ চিনে না। ওখানে যাওয়ার পরে একজন দাদাকে হঠাৎ করে ডেকে উঠে যে, "এই রবি! তুমি রবি না? কেমন আছো?" তো বাবা বলে যে, "বাবা, তোমাকে রবি নামে ডাকে?" তিনি বলেন যে, "হ্যাঁ এখানে সবাই আমাকে রবি নামেই ডাকে।" তো এই গল্পগুলো শুনেছি আমি এই ভিজ্যুয়ালাইজেশনগুলা বা মেমোরিগুলা আমার এরকমই আব্বার কাছ থেকে শোনা। আর... যদি নানির ক্ষেত্রে বলি, নানিরগুলা আমি নিজে দেখেছি আর কি। নানির লাইফস্টাইল, নানি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে চুল আচঁড়ায়, কিভাবে শাড়ি পরে, সবই আমার থেকে মনে হয়েছে যে এদিককার থেকে একটু আলাদা। বিশেষ করে আমি এখন বুঝতে পারি যেটা যে আমাদের কালচারটা না, ওইদিককার যারা আমরা; এখন কুষ্টিয়া বা ওই অঞ্চল আর কি। নদিয়া যেটা ছিলো। ঐ অঞ্চলের সাথে এই অঞ্চলের... ঢাকা... এই অঞ্চলটার অনেক পার্থক্য; কালচারাল পার্থক্য। যেটা আমি এখন বুঝি খাবার-দাবার থেকে শুরু করে সবকিছু। কাপড় চোপড় মানে কালচারাল যে ডিফারেন্সটা ওইটার সাথে না অনেক বেশি মিলে হচ্ছে... মানে... ভারতের ব্যাপারগুলো আর কি। কালচারাল যে প্র্যাক্টিসগুলো... ওগুলো। নানির মধ্যে ওইটা আমি দেখতাম যে নানি রান্নার, রান্নাগুলো সবই ওখানকার; এখন বুঝি আমি ওটা। নানির রান্না আমার অনেক পছন্দের ছিলো। নানির গল্প করা, কথা বলা তারপর হচ্ছে... ঘর গোছানো সবকিছুর মধ্যেই আমি এখন বুঝি যে একটু অন্যরকম। যেটা আমি পছন্দ করতাম আর কি। আমার ঘরে এখনো নানির একটা আয়না আছে যেটা কিনা কলকাতা থেকে নানা নানির জন্য এনে দিয়েছিল।

আমার নানির কাছে এরকমভাবে কখনো শুনিনি যে দেশভাগ বা এরকম কিছু মানে উনি কখনো এগুলা নিয়ে বদারই ছিলো না যতদূর আমার মনে পরে। কারণ আমি তো তখন অনেক ছোট... তো উনি... উনার লাইফ উনি লীড করত বাংলাদেশ কি ভারত কি পাকিস্তান এটা নিয়ে উনার কোন মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু কালচারাল প্র্যাক্টিসের মধ্যে আমি যেটা দেখতাম উনার মধ্যে ওই প্র্যাক্টিসগুলা ওই জীবন-আচরনগুলা শেষ পর্যন্ত ছিলো; যেটা আমার মায়ের মধ্যে ও অনেকটা আছে আর কি; খাবার-দাবার এর ব্যাপারগুলা। একটু রূপান্তরের মাধ্যমে হয়ত আমার মধ্যেও চলে এসেছে। যেমন খাবার ব্যাপারগুলো যেমন মেহেদির সাথে যখন কথা বলতে যাই, খাবার-দাবার নিয়ে ইয়ে করতে যাই তখন বুঝি যে আমি ওইদিককার কিছু ধারন করছি আর কি। যেহেতু আমার নানির কালচারগুলো আমার অনেক পছন্দের ছিলো। তো এইভাবে... আমার নানা-নানিও এসেছে ঐ ভাবে। বিয়ে হয়েছে তাদের ঐখানে। নানার পোস্টিং ছিল এইদিকে। তো উনাদের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে দেশভাগের অনেক আগেই উনারা এখানে চলে এসেছেন। যাওয়ার কোনো আর সুযোগ ছিল না। এইভাবে পরবর্তিতে নানিরভাই- বোন যারা ছিলো আস্তে আস্তে সবাই চলে এসেছে মানে... মেহেরপুরে সেটেল হয়েছে কেউ কুষ্টিয়ায়... ঐদিকে আর কি কুষ্টিয়া মেহেরপুর, জয়ডাঙ্গা সবাই আস্তে আস্তে চলে এসেছে। নানি.. নানা... আমার নানা-নানি আগে এসেছে আসার পরে যে বাড়িতে ছিল ওটা একটা... বাড়িটাতে ছিলো মানে কি বাড়িটা এখনো আছে। ওটা একটা হিন্দুদের বাড়ি ছিল। স্ট্রাকচার, পুজার ঘর, সবকিছু ঐরকম এখনো আছে আর কি বাড়িটা। কেউ থাকে না কিন্তু বাড়িটা আছে। তো ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছিল আর কি। নানা বিনিময়ের মাধ্যমে আর কি। ঐদিক থেকে এভাবে আসলো তারপরে। আমার না স্মৃতি আসলে এইগুলাই মানে। গল্প শুনে শুনে আমার কাছে আসলে বেশি প্রমিনেন্ট স্মৃতিতে আর কি সেটা হচ্ছে '৭১। কারণ হল কি আমার বাবা হচ্ছে ফ্রিডম ফাইটার যার কারণে... আমার জন্ম হচ্ছে '৮৬-এ তো... তো স্বাধীনতার পনের বছর পর আর কি। ঐ সময়টায় খুব সেলিব্রেট... এখনো পর্যন্ত আর কি...

মানে সেলিব্রেশনটা খুব বেশি হয়। আমাদের স্বাধীনতা, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি এগুলার সেলিব্রেশনটা অন্যরকম হয়। আর যেহেতু বাবা ফ্রিডম ফাইটার তার ইমোশন তার গল্প ঐগুলা ঘিরেই... মানে সে হয়ত তার বাবার কাছ থেকে শুনছে যে দেশ ভাগ, ভারত, পাকিস্তান এগুলোর কথা। কিন্তু আমি বেশি শুনেছি হচ্ছে '৭১-এর গল্প, যুদ্ধের সময় কি হল, যুদ্ধতে বাবা কি করল, যুদ্ধের সময় কিভাবে যুদ্ধ করল, কোন সেক্টরে ছিলো; যুদ্ধের গল্পের তো শেষ নাই মানে। '৭১-এর... মানে আপনারা সবাই পরিচিত আর কি '৭১-এর গল্পের তো কোন শেষ নাই। যেহেতু আমার বাবা সরাসরি যুদ্ধ করেছে তো তার কাছ থেকে আমি এসব শুনতাম এবং আমার কাছে খুবই এডভেঞ্চারাস লাগতো।এবং আমি শুনতাম অনেক শুনতাম জিজ্ঞেস করে করে শুনতাম। তো শুরুর দিকে যেটা হয়েছে যে স্কুল কলেজ পর্যন্ত আমার কাছে দেশের শুরু মানেই হচ্ছে '৭১। '৭১-এর আগে যে কোন হিস্ট্রি ঐভাবে আমার বিলঙ্গিংস থাকতে পারে ঐটার মধ্যে এই ধারণাটা আমার ছিল না। ছিল না বলতে কি সচেতনভাবে ছিল না। পরে আস্তে আস্তে যখন পড়ালেখা শুরু করলাম, যখন বুঝতে শিখলাম, যেমন এইদেশভাগের গল্প-টল্প এগুলা আমি বেশি শুনেছি কিন্তু পরবর্তিতে যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। যখন বুঝতে শিখছি যে কমিউনিটিটা কি আসলে দেশ, জাতি এগুলা কি তখন আস্তে আস্তে আমি গল্পগুলা শুনা শুরু করি এবং রিলেট করা শুরু করি। তার আগে পর্যন্ত আমি ছোটবেলা থেকে বেশি শুনে এসেছি হচ্ছে '৭১-এর গল্প যে, যুদ্ধ, যুদ্ধের সময় কি হল? বাবাকে ধরে নিয়ে গেল, দাদাকে ধরে নিয়ে গেল যেটা আমরা একদমই শুনি আর কি।

হিমুঃ একাত্তর সালের আগের ইতিহাসগুলো সম্পর্কে কনশাসলি খুব একটা বিলং করতেন না হয়ত বা কিন্তু '৪৭-এও কিন্ত আপনার কিছু গল্প জানা আছে। আপনার পরিবারেও কিছু স্মৃতি সেখানে আছে। আপনি এই জিনিসটাকে কিভাবে রিলেট করেন? সে সময়টাতে হয়ত আপনার

ফ্যামিলি সেভাবে স্ট্রাগল করেনি যেভাবে হয়ত সচরাচর আমরা গল্পগুলো শুনে থাকি, সেভাবে হয়ত স্ট্রাগল করেনি কিন্তু আপনারা ব্যাপারগুলো দেখে এসেছেন, সেখানে অবস্থা আপনি শুনে এসেছেন তারপর আপনি ১৯৭১ সালের গল্পগুলো খুব কাছ থেকে শুনেছেন আপনার বাবার কাছ থেকে। আপনি জিনিসগুলোকে কিভাবে রিলেট করেন? রাজনৈতিকভাবে কিংবা সাংস্কৃতিক ভাবে আপনি জিনিসগুলোকে কিভাবে রিলেট করেন আপনার জীবনের সাথে...

মাহজাবিনঃ আমার জীবনের সাথে রিলেট করা বলতে আসলে না আমি... মানে...আমার বোঝাবুঝি না বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। যখন আমি স্কুল-কলেজে পড়ি আমি বললাম তখন আমি '৭১-এর গল্প শুনছি। '৭১-কে কিভাবে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে মানে এখনো করা হচ্ছে ঐ জিনিসগুলা আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে। খুবই ন্যাশনালিস্ট চিন্তা যেটাকে বলতে পারেন আর কি। আমার দেশাত্মবোধ আমার জাতীয়তা বোধ এই জিনিসগুলা আমার বাবার থেকে তৈরি হয়েছে তখন যে, স্বাভাবিকভাবেই। উনি একদম স্বশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধা ছিলেন। সেক্ষেত্রে তার ইমোশনগুলো এখনো। তার ইমোশনগুলো অন্যরকম। সে পাকিস্তানকে প্রচন্ড ঘৃণা করে। বাংলাদেশের জন্য তার ইমোশনগুলো অন্যরকম। কোন করাপশন বা এগুলার বিরুদ্ধে যখন সে কথা বলে তখন বুঝি যে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে "এই জন্য স্বাধীন করসিলাম? এইজন্য এত কষ্ট করসিলাম?" কারণ সে অনেক আগে থেকেই পলিটিক্সের সাথে যুক্ত ছিল আর কি। এ কারণেই তার যুদ্ধে যাওয়া আর কি, মেইনলি। কিন্তু তার পরে যখন... আমি পড়াশুনা শুরু করলাম বা চেতনা তৈরি হল যে আসলে এটা তো একটা কাল এক একটা সময়। সময়ের ব্যাপার এটা। এবং এটা আসলে দেশভাগ বর্ডার এই জিনিসগুলা আসলে খুবই, কি বলব একটা সীমানা টেনে দিলাম আর দেশভাগ হয়ে গেল আর দুইটা জাতি হয়ে গেলো, বিষয়টা আসলে ঐভাবে আর আমি দেখিনা বা পার্সিভ করিনা কারণ আমার অনেক কিছুই আছে যেগুলো কখনো চেঞ্জ

হবে না। যেটা ওদের সাথেই মানে মিলে আর কি। ওদিককার সাথে মিলে। আমার বাবার ক্ষেত্রে তাই মায়ের ক্ষেত্রেও তাই, নানির ক্ষেত্রে খুবই বেশি। এই জিনিসগুলা ছিল, কালচার, কথা বলা যেমন আমার আমি যখন কথা বলি ঢাকাতে বিশেষ করে, কথা বলা দেখলেই অনেকবারই আমি শুনেছি "ঘটি না?" ঘটি কথাটার সাথে তো আপনারা অবশ্যই পরিচিত "ঘটি না? ঐদিক থেকে এসেছো?" আচ্ছা তারপরে হচ্ছে খাবারে ফোড়ন দেওয়া; ঐটা নাকি হিন্দুরা খাবারে ফোড়ন দেয় আর কি সবজিতে আর কি। পাঁচফোড়ন ঐটা আমাদের সবজি আমাদের খাবারে প্রচুর দেওয়া হয়। তো আমাদের ঐ প্র্যাক্টিসটাও আছে আর কি এখনো। তো এরা বলে এটা তো হিন্দুদের খাবার তখন আমি খুব অবাক হতাম। এখনো হই যে হিন্দুদের খাবার মানে কি? "ওহ, ঘটি না? ঘটিদের খাবার এটা। ঘটিরা এভাবে খায়।" তো এই জিনিসগুলা শুনি। যেমন ইউনিভার্সিটিতে আমি আমার না এসব নিয়ে না কখনও কমপ্লেক্স ছিলো না। এটা নিয়ে তো অনেক ইয়েও আছে মানে হায়ারার্কি প্র্যাক্টিসও আছে আপনারা জানেন যে কারা এদিককার অরিজিনাল কারা ঘটি। ঘটি একটা গালিও। আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন ভর্তি হলাম তখন আমাকে আমার এক রুমমেট... প্রথমে একদম... রুমমেট বলছিলো যে "তোমরা তো ঘটি!" ও না খুব তাচ্ছিল্যের সাথে বলেছিল আমাকে দেখে যে "ঘটি"। ভাবলাম ঘটি যে কোন গালি। ঘটি যে কোন তাচ্ছিল্যের ব্যাপার বা আমি যে ইনফেরিওর হয়ে গেলাম এই ধারণাটা আমার ছিলো না। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আসলে যে এই মানে... কালচারাল মানে এই চিন্তাটা কিভাবে তৈরি হল আর কি। তো পরে আমার বাবার সাথে আমার কথা হল যে... বলল যে "হ্যাঁ! ওরা আমাদের এভাবেই দেখে।" আব্বার ইয়েটা হচ্ছে যে আমি এদেশ স্বাধীন করলাম... হ্যাঁ... আমি এদেশ স্বাধীন করলাম যুদ্ধ করলাম এদেশের জন্য কত কিছু করলাম তারপরও আমি এটা মনে করিনা যে আমি অন্যদিককার বা ঐদিককার বা এখানে আমার কোন বিলঙ্গিংস নাই... অবশ্যই আছে! অবশ্যই আছে মানে কি এটা নিয়ে কোন তর্কে যেতেই আমরা রাজি না আর কি। এগুলো হচ্ছে চিন্তা

একদমই মানুষের চিন্তার বিষয় আর যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার বর্ডার নিয়ে যে চিন্তা এখন যেটা বললাম যে এটা পলিটিক্যাল একটা ইস্যু। হ্যাঁ, পলিটিক্যালি আমাদেরকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ভিসা নিয়ে আমাকে যেতে হবে। হ্যাঁ! এছাড়া যার কারণে যে দূরত্বটা বেড়ে গেছে। আমার কাছে ঢাকা এখন কাছে কলকাতা থেকে কিন্তু আসলে কিন্তু আমার ওখান থেকে কিন্তু কলকাতা বা মুর্শিদাবাদ অনেক কাছে। মানে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ যেতে আমার বাড়ি থেকে লাগে হচ্ছে ঘণ্টা দুই যদিও ইমিগ্রেশন এর ঝামেলা না থাকে। আর ঢাকায় আসতে লাগে ৬ ঘন্টা। তো কিন্তু... এখন কিন্তু আমার ঢাকা কাছে। এখন আমার ঐদিকে যেতে হলে ভিসা হেন-তেন এসব কিছু করতে হয়। সেটার কারণে দূরত্বটা বেড়ে গেছে আস্তে আস্তে কালচারও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পলিটিক্যাল কারণে বা দুটো দেশ যেহেতু। কিন্তু এ ছাড়া যে মানে আমি যে বলব যে খুব আলাদা বা রিলিজিয়াস কারণে হোক আর কালচারাল প্র্যাক্টিস, কালচারাল প্র্যাক্টিসে তো একদমই না, রিলিজিয়াস কারণে হোক বা পলিটিক্যাল কারণে সেটা আমার মনে হয় না আর কি পার্থক্য খুব বেশি আছে আমার সাথে ঐদিককার।

হিমুঃ আপুর সাথে কথা বলে যা বুঝলাম যে আপু সীমানা বা বর্ডার এসব নিয়ে খুব ভাবেন। যেটা আপনার চিন্তারমধ্যে হয়ত একটা অংশ রাখে। তাহলে আমি কি আরেকটু কথা বলতে পারি কিনা যে আপনি বর্ডার সম্পর্কে আসলে কি বুঝেন মানে... আপনার ধারণাটা কি বর্ডার সম্পর্কে। এটা দুটো দেশের মাঝখানে একটা দেওয়াল, এই দেওয়ালটা কেন? এটার... এটার রিলেভ্যান্স নিয়ে আপু যদি আরেকটু ডিটেইলসে যদি আমাদের কিছু জানাতে চান...

মাহজাবিনঃ রিলেভেন্স তো এটা তো খুবই পলিটিক্যাল ইস্যু আর কি। রাজনৈতিক কারণে দুটা দেশের মধ্যে বর্ডার টেনে দেওয়া, এখানে ইকোনমিও

জড়িত আছে যেমন ঐদিন আমার আব্বা বলছিল যে মানে টাটা তারপরে আমবালা গ্রুপ আর এদিককার আদমজী এদের মধ্যকার একটা পলিটিক্যাল কারণ পলিটিক্স তো অবশ্যই মানে ইকোনমিক রিজন দ্বারা ড্রাইভড হয় আর কি। এটাতো আমরা সবাই জানি যেমন আমাদের দেশের রাজনীতি ও নির্ধারণ... নির্ধারিত হয় আমাদের বিজনেস কারা করছে... বিজনেসম্যান কর্পোরেট দ্বারা তো ঐসময়ও যেটা হয়েছিলো যে আদমজী গ্রুপ, ইসপাহানী গ্রুপ ওরা তো ছিলো এদিককার। তো ওদের সাথে টাটা আম্বালা ওদের একটা কম্পিটিশন বা ইয়ে ছিলো। যেটাও একটা কারণ ছিলো যে আমাদের বিভাজনের আর কি, ভাগ হওয়ার। তো আপনি... মানে... আমার চিন্তা যেটা সেটা হচ্ছে আমিতো আসলে হচ্ছে সব শোনা সবকিছুই হয় শোনা না হয় পড়া; পলিটিক্যাল কারণে দুটো দেশকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং রিলিজিয়ানের ভিত্তিতে আর কি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এটা অনেকটা শরীরের অংশ কেটে ভাগ করার মত আমার কাছে মনে হয় যেটা। যে মিলুক না মিলুক আর কি ভাগ করে দিলাম। দাগ টেনে দিলাম। কিন্তু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দুদিকে দুঅংশ চলে গেলো এটাতে কারোর কোন যায় আসছে না। পলিটিক্যাল কারণ বা এটা খুবই টপ ডাউন একটা এপ্রোচ হিসেবে আমি দেখি যে উপর থেকে বলে দিচ্ছি নিচে কার কি হচ্ছে না হচ্ছে এটাতে কিছু যায় আসছে না। যেমন অনেকে আমার ফ্যামিলি তো চলে এসছিলো অনেক আগে যার কারণে আপনি নিজেও বললেন যে সাফারার হয়ত কম হয়েছে। কিন্তু অনেকে... আমার আশেপাশে অনেক দেখেছি যে... ভয়াবহ কষ্ট আর কি মানে যেতে পারছে না, দুই... দুইজন দুইদিকে যেমন আমার দুলাভাই এর ক্ষেত্রে এখন যেটা হয়েছে, আমার বোনের হাসব্যান্ড ওর দুই, তিন ভাইবোন বাংলাদেশে, চলে এসেছে, এখনো আর বাকি সবাই ঐদিকে। ওদের বাড়িতে যাওয়া যে কি স্ট্রাগল এটা না দেখলে বোঝা যাবে না। ভিসা দেয় না, ভিসা পায় না, ভিসা পেতে কত কষ্ট, বাবা অসুস্থ যেতে পারছে না আর কি কারণ ভিসা পেতে লাগবে অনেকদিন। ইন্ডিয়ান ভিসা পাওয়া তো খুবই কঠিন, এখন। এই জিনিসগুলা আমার কাছে খুবই

মনে হয় যে এটা কেন? এটা না করলেও তো হত। কি কারণে এটা করেছে আমি জানি না আর কি। কিন্তু... এটা... বিলঙ্গিংসটা আসলে... মানে আমার সত্ত্বাটা তো ঐটার সাথে যুক্ত হয়ে আছে এখনো আর কি।

হিমুঃ আচ্ছা... আরেকটা বিষয় যেটা আপনার কথার মধ্যে আমরা শুনলাম যে দেশভাগের বিষয়টা। হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন আপনি প্রত্যক্ষভাবে হয়ত দেখেননি কিন্তু আশেপাশে আপনি দেখেছেন যে কষ্টটা কিরকম... আবার আপনি এটাও বলেছেন যে ঐসময় একটা দাঙ্গা হয়েছিল তো দেখা যায় ধর্মের কারণে কিন্তু কনফ্লিক্ট ছিলো এবং কিছু পারিপার্শ্বিক বিষয় ছিল। যেটাকে হয়ত ভিত্তি করে দেশভাগটা করা হয়েছিলো। যে বর্ডারটা টানার বিষয়টা তো এইটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? যে কিছু প্রব্লেম কিন্তু ছিলো এবং ঐটাকে রেলেভেন্ট করে দেশভাগটা করা হল। এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? মানে দেশভাগটাকে। যে কারণেই হোক হয়ত কারণ ওইগুলোই ছিলো। দেশভাগ সম্পর্কে... আপনি কিভাবে দেখেন?

মাহজাবিনঃ দেশভাগ সম্পর্কে দেখি... আমি আসলে যেভাবে দেখবো ঐ সময়ের সিচুয়েশনটাতো আমি জানি না। আমি বুঝবোও না এভাবে। আমার ইমোশন হয়ত কাজ করে যে... হ্যাঁ আমার ভালো লাগা আছে, আমার হয়ত বা... কালচারাল যে প্র্যাক্টিসগুলো অন্যরকম হত। দেশ যদি ভাগ না হত আমি হয়ত অন্যরকমভাবে বড় হতাম। কিন্তু আবার এখানে ইমোশন কাজ করে যে... হ্যাঁ একসাথে থাকলেই হয়ত ভালো হত। কিন্তু আমার বাবা... আমার মা ওদের কাছে শুনি যে না এটা ঠিক আছে। কারণ যে সিচ্যুয়েশনটা হত ওইটা আসলে ভালো কিছু হত না। কারণ আমরা যখন পাকিস্তানের সাথে ছিলাম, পাকিস্তানের সাথে ঐটা ম্যানডেটারি হয়ে গিয়ে ছিল যে ভাগ হওয়া। আমরা যদি না আলাদা হতাম তাহলে আমাদের ওয়ারস্ট সিচ্যুয়েশন হত। দেশভাগটাও নাকি তখন একটা প্রয়োজনে পরিণত হয়েছিলো। মানে প্রয়োজন ছিলো আর কি। নাহলে আমাদের যে স্বাধীনতা আমরা যেভাবে চলছি এখন মানে বাংলাদেশে, বা যেভাবে আমাদের লাইফস্টাইল যেরকম, আমাদের

ইকোনমিক কন্ডিশন যেরকম ওইটা নাকি আসলে এরকম থাকত না। কারণ আমার বাবার কাছে শুনি বা মায়ের কাছে শুনি যে আমাদের যে অবস্থা আর কি সেটা সোশ্যিও ইকোনমিক সবদিকে যেটা হচ্ছে সেটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক বেশি এগিয়ে গেছি আমরা। যদি আমরা একসাথে থাকতাম তাহলে হয়ত বা আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গের মত পিছিয়ে থাকতে হত, তাদের ধারণা এটা যে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে আছে, গোটা ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে আছে। তাই আমরা যদি একসাথে থাকতাম তাহলে আমদের হয়ত একই রকম পিছিয়ে থাকতে হত। কারণ ওটা হিন্দু রাষ্ট্র তো আমাদেরও তারা এভাবে মুসলিম হিসেবেই ট্রিট করত, আমাদেরকে সব কিছুর শেষে রাখত। যার কারণে দেশভাগটা হয়ে ভালোই হয়েছে আর কি তাদের মতে। এইভাবেই দেখে। কিন্তু তাদের কথা হয়ত বা ঠিক কারণ ঐসময়টা তো আমি ছিলাম না। আমি তো তৎকালীন পরিস্থিতি জানি না। কি কারণে হয়েছে, কি সিচ্যুয়েশনটা আসলে কি ছিলো... কতটা ক্রিটিক্যাল ছিল! আমি এখন যেভাবে বিচার করি ওটা খুবই ইমোশনাল। নাহ একসাথে থাকলে হয়ত বা ভালোছিলো। খারাপ দিকগুলা আমি তো এখন জানি না। অনেক ছোট ছোট ব্যাপার থাকতে পারে যেগুলা কিনা তাদের কাছে মনে হয়েছে যে না ওটা ঠিক ডিসিশন ছিলো দেশভাগের। এখন আমার... আমার মনে হয় যে, আসলে বর্ডার... এইটা মনে হয় না খুব একটা জরুরি। যেহেতু একই ধরণের মানুষ দুজায়গায় ভাগ হয়ে বসবাস করছে। এটা যদি ফ্রি থাকত, যদি দুটা দেশ হত কিন্তু যদি এরকম মানে ফ্রি যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকত, এক্সচেঞ্জগুলা খুব স্মুথলি হত। তাহলে আমার কাছে মনে হত যে এটা আরো বেটার হত। আমাদের জন্য ওদের জন্য।

হিমুঃ এতক্ষণ তো অনেক বর্ডার নিয়ে কথা বললাম দেশ ভাগ নিয়ে কথা বললাম, কথার ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমরা এপার বাংলা ওপার বাংলার কিছু কালচারাল বিষয় জানতে পেরেছি। কিছু খাদ্যাভ্যাস কিছু কিছু কালচারাল বা কিছু সোশ্যিও কালচারাল ব্যাপারগুলো জানতে পেরেছি।

এবার আমরা একটু স্পেসিফিকভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাইব। যেমন দেখতে পাচ্ছি যে আপু একটা টিপ পরেছেন। এই টিপ পরাটা বা আপনি যেটা বললেন যে আপনার বাচনভঙ্গি আপনার কথা বলার স্টাইল এসব কিছু দেখে আপনাকে অনেকে ওপার বাংলার একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় হিসেবে আপনাকে বলে থাকে। এই জিনিসটা স্পেসিফিক্যালি কিভাবে আপনার জীবনে বেরিয়ে আসে। আমি শুধু খাবারের কথা বলছি না অবশ্যই খাবারের ব্যাপারটা থাকবে, সেটা ছাড়া একটু যদি সূক্ষ্মভাবে আমাদের একটু বলতেন... যে কিভাবে বেরিয়ে আসে জিনিসটা।

মাহজাবিনঃ আমাদের প্র্যাক্টিসে যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেক কিছুই আছে যেটা ওদের সাথে মিলে। মিলে বলতে কি একই কালচারেই তো বিলং করতাম আমরা বা করি এখনো তো যেটার কারণে হয়কি আমরা তো এদিকে কমে গেছি এই প্র্যাক্টিসের মানুষগুলো। কারণ ভাগ করে এদিকে আমরা কম আর কি। যেটার কারণে হচ্ছে যে আমাদের অনেক প্র্যাক্টিস আছে যেগুলো মুসলিম কালচারের সাথে মিলে না। এদিকে তো অনেক বেশি আর কি প্রমিন্যান্ট আর কি মুসলিম প্র্যাক্টিসগুলা। আমাদের বাচ্চা হবার পরে অন্নপ্রাশন করা হয়, এখন অবশ্য কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। যেগুলা নাকি হারাম যেভাবে বলা যে আমাদের মুসলিম ধর্মে নাই এগুলা, এগুলা হিন্দুদের প্র্যাক্টিস। কালচারাল প্র্যাক্টিস তো আসলে ধর্ম বুঝে হয় না। বিয়েতেও অনেক কিছু আছে গায়ে হলুদ-টলুদ এগুলো মুসলিম ধর্মের জন্য করি এমন তো না কিন্তু। এটা হচ্ছে বাঙালি প্র্যাক্টিস যেটা। অন্নপ্রাশনও অনেকটা এরকম, আমরা অনেকেই আছে যে করি। যেমন আমার ভাগ্নি হবার পরে আমার বাবা বললেন যে ওর তো অন্নপ্রাশন করতে হবে। ওর খাবারের জন্য বাটি থালা এগুলা যা যা কিনা লাগে আর কি। রিচুয়ালটা পালনের জন্য ওগুলা কেনা, কিনতে হবে। এটাতে অনেকে আমার বন্ধুবান্ধব যারা অনেকে খুব অবাক হয়েছে... এটা কেন করতে হবে? এটা কি? এটা তো হিন্দুদের কালচার। তো আমিও খুব অবাক হলাম যে হিন্দুদের কালচার... মুসলিম... কালচার তো কালচার!

কালচার তো ধর্ম বুঝে হয় না। কালচার তো মানুষ কোথায় থাকছে কোন কন্টেক্সটে বড় হচ্ছে সেইটা বুঝি। ধর্ম দিয়ে তো কালচার হয় না। কারণ এখন দেখবেন যে বিয়েতে অনেকে হচ্ছে হিজাব পরে ব্রাইডাল সাজ নিচ্ছে এটা আমার কাছে খুব আজব লাগে যে... বাঙালি বিয়েতে এরকম একটা সাজ! আস্তে আস্তে কিন্তু খুবই চেঞ্জ হয়ে যাছে এই জিনিসগুলো। অনেকেই দেখবেন যে বিয়ের বউ হিজাব পরা, হিজাবের মধ্যেই সে ব্রাইডাল সাজ নিচ্ছে। এটা একটা নতুন একটা নতুন সাজ আর কি। এটা ঐ যে মুসলিম কালচারের সাথে কনফ্লিক্ট করে একটা নতুন কিছু তৈরি হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কিন্তু এটা নাই। আমাদের বিয়েতে হচ্ছে বউ টিপ পরবে। পরতেই হবে এটা আর কি। টিপ পরাটা... টিপ ছাড়া আবার বউ কিভাবে? গায়ে হলুদে এখানে দেখি যে হলুদ-টলুদ না মেখেও গায়ে হলুদ হয়ে যায়। যে ছবি-টবি তুলল... সামনে হলুদ থাকলো। আমাদের গায়ে হলুদ অবশ্যই মাখতে হবে বউকে। হলুদ না মেখে... হলুদ একদম সারা গায়ে মেখে তারপর বিয়ে করতে হবে আর কি। এই জিনিসগুলো আছে। তারপরে বিয়ের রিচুয়ালগুলো অনেকটা আলাদা হলেও... আবার এখন যেটা হচ্ছে যে ট্রান্সফর্ম হয়ে যাচ্ছে। যেমন বিয়েতে এখন অনেক কিছু বাদ পড়ে যাচ্ছে। বলছে যে এটা হিন্দুদের কালচার এটা করা যাবে না। ডালাতে প্রদীপ দেওয়া যাবে না; প্রদীপ দিলে নাকি হিন্দুদের কালচার ধারণ করা হবে। এখন যেটা হচ্ছে যে মুসলিম কমিউনিটিতে বসবাস করার কারণে এখনতো এদিক... আমাদের তো এদিকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা তো নতুন নতুন হাদিসের ইয়েগুলা আসছে। এবং আস্তে আস্তে একটা একটা এগুলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমার বাবা মাকে... এই জিনিসটা আমাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে, এটার জন্য আমি আরো বেশি অপছন্দ করি দেশভাগ হেন তেন এই জিনিসগুলো... চিন্তাগুলো আর কি এপার বাংলা ওপার বাংলা। আমার আব্বাকে দেখি যে ইদানিং একটু... "এই প্রদীপ দিলা কেন? এর সামনে? এটা তো হিন্দু কালচার... এটা তো আমাদের..." আমি বলি "আমরা তো দিয়ে আসছি এটা," "না! না! এটা এখন দেওয়া যাবে না, এটা তো হিন্দুদের কালচার"। হিন্দুদের কালচার

তো না এটা তো আমাদের কালচার, এটা তো বাঙালি কালচার আমাদের কালচার এটা। যে বউ এর... এর সামনে প্রদীপ দিবো আমরা। তারপর নামের ক্ষেত্রেও। ছোটবেলায় দেখতাম যে আমাদের ডাকনাম থাকতেই হবে একটা। ইভেন আব্বা দেখতাম যে বলত যে এত কঠিন কঠিন আরবি নাম রাখার কি দরকার? একটা ডাকনাম... একটা বাংলা নাম রাখো। ছেলেমেয়ের বাংলা নাম রাখোনি? বাংলা নাম রাখো। যেমন আমার ভালো নাম আছে কিন্তু ওটা আমি অনেক পড়ে মানে স্কুলও না, স্কুলেও ডাকনাম দিয়ে চলতাম শুধু লেখার সময় ভালো নাম লিখতে হত; এই মহাজাবিন যে নাম। বাড়িতে সবাই ডাকনাম দিয়ে ডাকে মানে ভালো নামটা শুধুমাত্র অফিসিয়াল কাজের জন্য। এখন যেটা হচ্ছে যে আর এই ডাকনাম নাই এখন দেখবেন যে বাচ্চার যে নাম রাখা হয় ঐ একটা, আরবি একটা নাম। আমার ভাগ্না ভাগ্নিদেরও তাই। বাংলা কোনো ডাকনাম নাই। আমার ডাকনাম যেমন দিঠি! দিঠি আমার বাবার রাখা নাম আর কি। বাবাই বেশি আগ্রহী ছিলো যে বাংলা নাম রাখতে হবে। এখন বাংলা নাম রাখা মানে হচ্ছে হিন্দু। হিন্দু হয়ে যাওয়া আর কি। বাংলা নাম রাখার দরকার কি, একটা নামই হবে, একটা নাম। বাচ্ছাদের দেখবেন এখন নাম রাখা হয় একটা আমার ভাগ্নীর নাম রাখা হয়েছে একটা। আমার ভাগ্নির নাম রাখা হয়েছে আদিবা আরা, এগুলা সব আরবি নাম, ওদের কোনো বাংলা ডাকনাম নেই। এই কালচারগুলো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যেটা আমার আসলে পছন্দ না আর কি। এবং সবাই প্রভাবিত হচ্ছে যে এই রিলিজিয়ন, রিলিজিয়াস প্র্যাক্টিস, এদিককার প্র্যাক্টিস। আসলে এটা এদিককার প্র্যাক্টিসও কিনা আমি জানি না। এটা নতুন নতুন ইয়ে তৈরি হচ্ছে মুসলমান হয়ে যেতে হবে। মুসলমানদের টিপ পরা নিষেধ। হে হে... অন্নপ্রাশন করা নিষেধ। প্রদীপ জ্বালানো নিষেধ। এগুলা বলে বলে মানে আস্তে আস্তে লিমিটেড করে ফেলছে আর কি।

হিমুঃ আচ্ছা! আপু যেটা বললেন যে কালচারাল যে চেঞ্জটা হচ্ছে... হ্যাঁ! হিন্দুয়ানি কালচার বলছে কিছু মুসলমান কালচার বলছে বা আরো কিছু

পরিবর্তন আসছে চিন্তাধারার মধ্যে মতবাদ এর মধ্যে... তো আরো আপনার মধ্যে কিছু... গল্প। আপনার জানা আছে যেগুলো আপনি শুনেছেন। আপনার পুর্বপুরুষদের কাছ থেকে বা আপনার পুর্ববর্তী যে জেনারেশন তাদের কাছ থেকে, আপনি কি মনে করেন কি না যে এই বিষয়গুলো আপনার পরবর্তী যে প্রজন্ম আসবেন তাদের মধ্যে এটা বয়ে যাওয়া দরকার কিনা তাদের জানা দরকার কিনা? আর যে পরিবর্তনটা আপনি নিজে মনে করলেন যে আপনি এটা হয়ত পছন্দ করছেন নাহ বা মেনে নিতে পারছেন নাহ আপনি কি চাইবেন কিনা তারা এই জিনিস গুলো ধারন করুক?

মাহজাবিনঃ হ্যাঁ সেটাই তো অবশ্যই চাবো। কারণ আমিতো পছন্দ করি, আমার প্রায়োরিটি ওটা আর কি যে আমি এটা করব। কিন্তু এখন যেটা হয় কি যে এগুলা যখন প্র্যাক্টিস করি... যে এখন ঢাকা শহরে দেখবেন যে টিপ পরা বা তারপরে অন্নপ্রাশন করা, প্রদীপ জ্বালানো এগুলা কিন্তু আবার প্রগ্রেসিভনেসের একটা সিম্বল হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা যে একজনের কালচারাল প্র্যাক্টিস হতে পারে... সে... এগুলো কোন কিছু যে আমার নিত্যদিনের কালচারাল প্র্যাক্টিস এটা আমার, নতুন করে আরোপ করা কোন কিছু নাহ এটা বুঝানোটাই কঠিন হয়ে গেছে। এখন টিপ... টিপ পরা মানেই সে নারী হচ্ছে প্রগ্রেসিভ চিন্তার সে হচ্ছে এথিস্ট এ ধরনের চিন্তাও একরকম আছে আমাদের এই ঢাকা শহরের মধ্যবিত্তের মধ্যে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এটাতো আমার অনেকদিনের পুরনো প্র্যাক্টিস এটাকে তো আর নতুন করে ডিফাইন করার কিছু নেই যে এটা করলে আমি এটা হব ওটা করলে আমি ওটা হব। এটা করলে আমি আস্তিক হয়ে যাচ্ছি ওটা করলে আমি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি এই জিনিসগুলা তো নতুন করে আর বলার কিছু নাই। এটাতো আমি করে আসছি অনেকদিন আগে থেকে। হ্যাঁ আমি অবশ্যই চাইবো যে আমার পরবর্তি প্রজন্ম জানুক এই প্র্যাক্টিসগুলো থাকুক কারণ এগুলাতো আমার অরিজিনাল প্র্যাক্টিস। আমার নতুন করে মাথায় কাপড় দেওয়া হিজাব... বসুন্ধরা সিটিতে একটা ফ্লোরই আছে দেখবেন... আমি জানি না

ইররেলেভেন্ট কথা হচ্ছেকিনা হিজাবের আর কি। হিজাব এখন আমাদের কালচারের মধ্যে চলে আসছে আস্তে আস্তে যে আমাদের ঢাকা শহরের ম্যাক্সিমাম মেয়েই দেখবেন... অনেক মেয়েই! ম্যাক্সিমাম না অনেক মেয়েই হিজাব পরছে সালোয়ার-কামিজের সাথে তো আস্তে আসে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা আমাদের কালচার। তো আমার কালচারতো আসলে এটা না। আমিতো মিক্স করে ফেলছি আর কি। আমার কালচারতো আসলে... টিপ পরা, ফোড়ন দিয়ে রান্না করা, শাড়ি পরা তার পরে প্রদীপ জ্বালানো এগুলো আমার কালচার! অবশ্যই আমি চাইবো যে এটা সামনে যাক আমার পরবর্তি প্রজন্মে... বাংলা নাম রাখা বাচ্চার, এগুলোতো চাইবো আমি।

হিমুঃ আপু যেটা বললেন যে দেশটা ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু মানুষ ভাগ হয়ে যায়নি। তো আপনি আসলে কি মনে করেন যে, আসলে আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার আদি বাড়ি কোথায়?

মাহজাবিনঃ আমার আদি বাড়ি হচ্ছে কুষ্টিয়া। যেটাকে নদিয়া বলা হত আর কি। এখনো হয়ত নদিয়াই। তো এটাই আর দেশভাগ...। নদিয়াতেই আমার বাড়ি কুষ্টিয়াতেই আমার আদিবাড়ি। আমি বড় হয়েছি এখানে আমার বাড়ি এখানে আমি এটা বলব না যে ঐদিকে আমার বাড়ি... বা আমার দাদা যেহেতু ওখানে বড় হয়েছে ওটা না! আমি যেখানে বড় হয়েছি এটাই আমার বাড়ি। কিন্তু আমার কালচারগুলো আমি যদি... একই কালচার হয়ে থাকে অবশ্যই আমি সেটাতে বিলং করি আর কি। যদি বলেন যে... ঐদিককার কালচারে আপনি বিলং করেন হ্যাঁ আমি ঐদিককার কালচারে বিলং করি। আমিতো এটা বলতে... এই কালচারের মধ্যে বড় হয়েছি। এটাতে আমার কোন দ্বিধা নাই বলতে। আমি একটা বই পড়েছিলাম, আমি যখন অনার্সে পড়ি। তখন হচ্ছে এটা ছিল বেনেডিক্ট এন্ডারসনের "ইমাজিন কমিউনিটি"। বইটাতে আমাকে অনেক ভাবিয়েছিল আর কি। এটা হয়ত বা আমার কন্টেক্সটের সাথে

মিলেছে এ কারণে। ওখানে বলা হয়েছিল যে... আমরা আসলে জাতীয়তাবাদ বলি আর যেটাই বলি আর কি। এগুলা আসলে আমরা ইমাজিন করেনি। আমিতো জানি না ঠাকুরগাঁও-এর মানুষটার সাথে আমার আসলে কোন হৃদ্যতার সম্পর্ক তো নাই। আমি শুধু চিন্তা করিযে একটা বর্ডার আছে ও আমার সীমানার মধ্যে পড়ছে যার কারণে আমি আরও একই জাতীয়তা বোধের অংশীদার। কিন্তু আমার জাতীয়তা বোধ তো ঐ ঠাকুরগাঁও-এর মানুষের সাথে নাও থাকতে পারে। আমার তো থাকতে পারে মুর্শিদাবাদের মানুষের সাথে। তাই না? তো আমি ইমাজিন করেনি যেহেতু আমার বর্ডারটা ওর দিক দিয়ে টানা তাই আমি আরও একই দেশের মানুষ, একই চিন্তার, একই বোধ, একই অনুভুতি। কিন্তু বিষয়টাতো আসলে এটা আমাকে জোর করে বর্ডার টেনে করানো হচ্ছে। আমার বিলঙ্গিস তো ঐ কলকাতার মানুষটার সাথে, মুর্শিদাবাদের মানুষের সাথে বেশি। তো এই বর্ডার টেনে তো আসলে আমার ফিইলিংস বা অনুভুতিকে আলাদা করা যাবে না আর কি। বা ডিফাইন করা যাবে না।

হিমুঃ তো... আপু আপনার কাছে কি আরো কিছু গল্প আছে কি না আমাদেরকে... যেটা আমাদেরকে সেই '৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত আমাদের বাংলা সম্পর্কে আমাদের কিছু স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে। কিংবা আপনার জীবনবোধ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু জানাতে পারে। আরো যদি আপনি কিছু আমাদের জানাতে চান আমাদের সাথে শেয়ার করবেন।

মাহজাবিনঃ আরো জাননোর মত আসলে আমার না... আমার তো আসলে প্যাটট্রিয়াটিক সোসাইটিতে বসবাস করি, দাদার বাড়িতে আমি বড় হয়েছি। হয়ত নানার বাড়িতে বড় হলে আমার বোধগুলা আরো বেশি শক্ত হত আর কি এ বিষয়ে। কারণ দাদার বাড়িতে যে বাড়িতে বড় হয়েছি ঐ বাড়িটা একদম নতুন করে তৈরি করা বাড়ি। এইখানকার স্ট্রাকচারে বাড়ি এটাতে পুরনো কিছু নাই কিন্তু আমার নানার বাড়ির

বাড়ি যেটা ওটা হচ্ছে একদমই পুরনো বাড়ি আর কি। ঐ সময়ের একদম ভেঙ্গে পড়ছে... চুন সুরকির বাড়ি যেগুলো পুরনো স্ট্রাকচার ঐ... ঐ বাড়ি আর কি। তো ঐ বাড়িতে আমরা ছুটিতে যেতাম! ছুটিতে যেতাম, ছাদটা ছিল বিশাল বড়, সিঁড়িগুলা ছিল বড়বড় পুরনো একদম পুরনো বাড়ি। তখন শুনতাম এই ঘরটার মধ্যে একটা মূর্তি ছিলো। যেটা কিনা পুজা করা হত। এবং তার মানে এটা পুজার ঘরছিল। দেওয়ালে ছোট-ছোট ছোট-ছোট জানালার মত ছিল খোলা না মানে আমরা ক্যাবিনেট করার জন্য যেমন করিনা যে ছোটছোট... ওগুলাতে প্রদীপ রাখা হত। ঐ জিনিসগুলা দেখতাম আমরা যে এখানে না আমরা প্রদীপ রাখতাম। তো আমি বলতাম যে আমরা কেন প্রদীপ রাখিনা আর কি। আমরাও তো রাখতে পারি। তো না... তখন আমি ছোটনানির বাড়িতে যেতাম যখন ঘুরতে। তো তখন আমি চিন্তা করতাম যে এ বাড়িটা কেমন ছিলো, মাঝে একটা তুলসিগাছও ছিলো যেটাতে পুজা করার জন্য। তো বাড়িটা কেমন ছিলো... ওখানে ওরা যারা থাকতো, এখানে যারা চলে গেছে আর কি বিনিময় করে তারা কিভাবে থাকত? তারা যদি এখনো থাকতো তো কেমন হত? বা আমরা ওদের মত করে থাকি না কেনো? এধরনের নানা প্রশ্ন ছিল আর কি। তো আমি আমার নানার বাড়ির... আমার মামারা শেষ ২০১০ সাল পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ছিলো। তারপরে ঐ বাড়িটা আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যাচ্ছে, পুরনো হয়ে যাচ্ছে। বা এখনো বাড়ির দেওয়ালে বিভিন্ন রকমের আসবাবপত্র ঘড়ি এসব টাঙ্গানো আছে। কয়দিন আগ পর্যন্ত ছিলো। যেগুলো কিনা জিজ্ঞেস করলে আমার মামা বলে যে, এটা হচ্ছে আব্বা আনছিলো হচ্ছে কলকাতা থেকে এই ঘড়িটা। এই আয়নাটা আনছিল হচ্ছে মুর্শিদাবাদ থেকে, এই মেডেলটা আব্বা পেয়েছিলো হচ্ছে ইয়ে থেকে... কৃষ্ণনগরে একটা কম্পিটিসনে আব্বা এই মেডেলটা নিয়েছিল। তখন আমি চিন্তা করি যে যা কিছু বলছে সবই আমার বর্ডারের ঐদিককার জিনিস আর কি। এইখানকার কিছু বলছে না... মানে মানুষগুলি দেশভাগের কারণে আমার আর ওইদিক কার বলার কিছু নাই। আমার কাছে যদি গল্প কেউ শুনে তাহলে সবই শুনবে এই কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঢাকার গল্প। কিন্তু

ঐদিককার কোন গল্প বা ঐদিকে আমি গিয়েছি ঐদিককার বলার মত কিছু এটা আমার আর নাই। কারণ... আমিতো আর ঐদিকে নাই। ঐদিককার মানুষগুলো এখানে চলে এসছে, ঐদিককার সিম্বলগুলাও কিছু নিয়ে এসছে। সে ছাড়া আর বলার কিছু নাই... আমার বলার কিছু নাই আর কি যে, কিন্তু আমি ঐ জিনিসগুলো চিন্তা করি ওখানকার মানুষ কেমন ছিল? ওখানে কি করত? হয়ত বা একটা ফ্যান্টাসিও কাজ করতে পারে যেমন আমার মামা যখন বলছে বা আমার বাবা যখন বলছে বা আমার নানিও যখন বলছে তখন অভাবে অত গ্লোরিফাই করে বলত না। যে হ্যাঁ ওরকম তো ছিল হ্যাঁ... আমাদের বাড়িটা এমন ছিল। কিন্তু আমি চিন্তা করি... আহা! কি সুন্দর ছিল বাড়িটা তার মানে... বাড়ির ছাদটা বিশাল বড়ছিল। রেলিংগুলা এমন ছিল। ঘরগুলা এমন ছিল। ছাদ্গুলা অনেক উঁচু উঁচু ছিল। হ্যাঁ আমার চিন্তা যে, আহা ঐদিক... ওখানকার সবকিছুই মনে হয় এমন এত সুন্দর। ওখানকার খাবার এমন। আমবাসা এমন, কথাবলা এমন, একটা ফ্যান্টাসি কাজ করে যে হয়ত ভালোছিল কিন্তু তারা যখন গল্প বলে কিন্তু নরম্যালি বলছে যে "হ্যাঁ... আমার বাড়ি ছিল এটা। হ্যাঁ... এটাতো আমি ওখান থেকে এনেছি। এটা কোথা থেকে কেনা? এটা কৃষ্ণনগর থেকে কেনা। এটা কোথা থেকে? এটা কলকাতা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে স্পেশাল কিছু যে কলকাতা থেকে আনছে। কৃষ্ণনগর থেকে। কিন্তু ওদের কাছে... ওদের গল্প যখন বলছে তখন এটা কিছুই না আর কি। ঢাকা থেকে একটা জিনিস নিয়ে গেলাম কুষ্টিয়াতে বা কুষ্টিয়া থেকে জিনিস নিয়ে আসলাম ঢাকাতে বিষয়টা এরকম। কিন্তু এই জিনিসগুলা আসলে ভাবায় আমাকে যে হয়ত এই চিন্তাগুলা ফ্যান্টাসিগুলা কাজ করে আমার ভাগ হয়ে গেছে এজন্যে। একসাথে থাকলে হয়ত বা থাকতো না, তখন আমার কাছে এজ ইউজুয়াল মনে হত। দৈনন্দিন ব্যাপার।

© 2016 Goethe-Institut e.V.– all rights reserved